বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান আয়োজিত
"জঙ্গি-অবক্ষয়-দুর্নীতি, মানবে না এ সংস্কৃতি" শিরোনামে

জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানভুক্ত চার শতাধিক নাট্য সংগঠনের অংশগ্রহণে ৬৪ জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "জাতীয় নাট্যোৎসব ২০২০"। এইবারের উৎসবের প্রতিবাদ্য বিষয় হল-"জঙ্গিবাদ- অবক্ষয়-দুর্নীতি, মানবে না এ সংস্কৃতি"। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের আয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় এই নাট্যোৎসব নতুন এক দিগন্তের সূচনা করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সর্ববৃহৎ এই নাট্য উৎসব উদ্বোধন করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল ১১:৩০টায় সরাসরি ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট হতে অনুষ্ঠান উপস্থাপনের পর গণভবন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংস্কৃতি ও নাট্যকর্মীদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সুকীর্তি হল বাংলাদেশের নাটক। সারাদেশের নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত মঞ্চনাট্য শিল্পীদের চেতনায় বিরাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও শিল্পীদের মানবতা। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ত সকলে সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মানবিক সংস্কৃতির বিকাশ ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের অভিপ্রায় নিয়ে সারাদেশে নাটকের সংগঠনগুলোকে একই পতাকা তলে নিয়ে আসা এবং ধারাবাহিক নাট্যচর্চার ভেতর দিয়ে মানুষের প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দর্শনীর বিনিময়ে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার যে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় তারই ধারাবাহিকতায় নাট্যচর্চা আজ সুসংহত এবং বেগবান। নাটকের প্রসার এবং নাট্যভূমিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোই হল বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের মূল উদ্দেশ্য। নাট্যকলা আজ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কিছু বিকাশমান নাট্য আন্দোলনেরই ফসল।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বেঁচে থাকবে সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের পদচারণায়। প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে শাণিত হবে ইস্পাত ফলার মত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সুবিধাবাদের মোহ কখনো আচ্ছন্ন করতে পারবে না সেসব মৃত্যুঞ্জয়ী নাট্যকর্মীদের। তাদের পল্লবিত পদযাত্রায় মুখরিত হবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা। তৈরি হবে নতুন নাট্য সড়ক। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলা নাট্যের যে ধারা শুরু হয়েছিল বিষয় বৈচিত্র্যে, তা আজ হয়ে উঠেছে বেগবান ও ঋদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশের নাটক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও অর্জন করে চলেছে।

আজ এই আনন্দক্ষণে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি নাট্যকর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী মঞ্চনাটকের উপর থেকে প্রমোদ কর বাতিল করেন ১৯৭৪ সনে। তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা শতাব্দী প্রাচীন কালা কানুন বাতিল করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই নাটকের উপর থেকে দীর্ঘদিনের কালাকানুন সেন্সর প্রথা বাতিল করেন। বর্তমান সাংস্কৃতিবান্ধব সরকার নাট্যকর্মীদের সকল দাবীর প্রতি আন্তরিক। ইতোমধ্যে নাট্য সংগঠনগুলির জন্য বাৎসরিক এককালীন বরাদ্দ, নাট্য উৎসব সহ সকল প্রকার নাট্য এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। নাট্যকর্মীদের প্রাণের দাবী নাট্যশিল্পী ও নাট্য সংগঠনকে পেশাভিত্তিক নাট্যচর্চায় সহায়তা প্রদানের বিষয়েও অবগত আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এবং আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বিশ্বমানের ও সময় উপযোগী করে তোলার প্রয়াসে সারাদেশে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এটি প্রান্তিক মানুষের কাছে সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয়ার এক মহান প্রয়াস বলে আমরা বিশ্বাস করি।